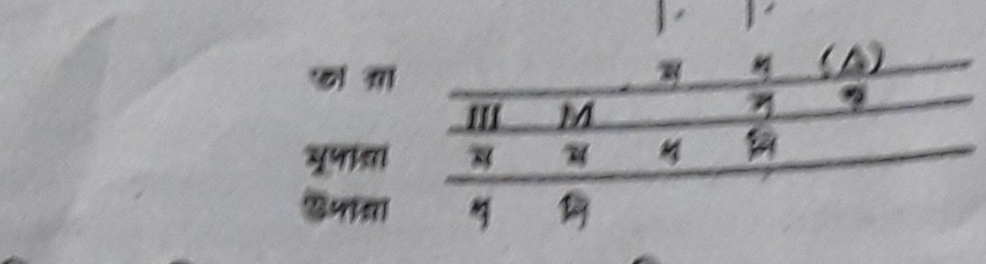

দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি ঃ

| . | .

তারা — স ম (∆) ঋ
III M — স ঋ
মুদারা — স ম ধ নি
উদারা — প নি

এই পদ্ধতিতে সাতটি শুদ্ধ স্বর স ঋ গ ম প ধ নি

কোমল স্বরের ওপরে (∆) চিহ্ন বসে। যেমন ঋ গ ধ নি

কড়ি চিহ্ন যেমন র্ম

মাত্রানির্দেশক চিহ্ন (।)

মাত্রার সংখ্যানুসারে দণ্ডচিহ্নের সংখ্যাবৃদ্ধি —

এক মাত্রা — একমাত্রা — র্স
দুই মাত্রা — দ্বিমাত্রা — র্স
তিন মাত্রা — ত্রিমাত্রা — র্স
অর্ধচন্দ্র অর্ধমাত্রা — (১/২) — র্স
ডমরু সিকিমাত্রা — (১/৪) — র্স
চন্দ্রার্ধ ডমরু বারোআনা মাত্রা — (৩/৪) — র্স
ত্রিকোণ — কোমল — ঋ
পতাকা ┌ — কড়ি — র্ম
বিন্দু ঊর্ধ্বে তারা সপ্তক — র্স
বিন্দু নিম্নে উদারা সপ্তক — নি
একটি — আশ — র্সর্ঋর্গ
দুটি সরলরেখা —— — মীড় — র্মর্গর্স কিংবা সম
গজকুম্ভাকৃতি কম্পন — র্ম
কুম্ভাকৃতি — র্স
যোগচিহ্ন সম্ — র্স
শূন্য ফাঁক — ০ র্ম
১, ২, ৩ সংখ্যা — তাল — ২ র্প
ছেদ তালবিভাগ — । স ম ।
২য় ব্র্যাকেট — { } পুনরা

করেন। এই পদ্ধতিতে স্বরগ্রাম স্বরপ্রকরণ ও নানা আলঙ্কারিক রূপ আমাদের দেশীয় ভাষার ও অন্যান্য সাঙ্গীতিক চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত হল। এই পদ্ধতির নামকরণ হল দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি। এই পদ্ধতি তিনটি রেখায় লেখা হত।

দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির বিশেষ কয়েকটি সংকেত আছে। তখনকারদিনের ছাপাখানার অসুবিধের জন্য এই স্বরলিপিকে যথেষ্ট মনে করা হল না।

১ম বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ বর্জিত হবে অর্থাৎ ১ম ব্র্যাকেট-পুনরাবৃত্তিকালে লক্ষণ (-) এই চিহ্ন যেখানে থাকবে, সেই অংশ পর্যন্ত গেয়ে আবার ধরতে হবে। এই অংশকে বলে যদি বা বিরাম চিহ্ন () যেমন স ঋ গ ম অর্থাৎ শুদ্ধ মধ্যমে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হবে।

এই স্বরলিপি দণ্ডচিহ্নের সাহায্যে মাত্রা বোঝানো হয় বলে এর নাম দণ্ডমাত্রিক। রত্নাবলী নাটকের অনুষ্ঠানসূচীতে ১৮৬৩ খ্রি: শৌরীন্দ্রমোহনের আগ্রহে দণ্ডমাত্রিকের প্রথম মুদ্রিত রূপ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তিনলাইনের (স্বরলিপি) দণ্ডমাত্রিক, 'সঙ্গীতসার গ্রন্থটিতে তিন লাইনের স্বরলিপি নমুনা মেলে। ১৮৭০ খ্রি. ১২ই মে তারিখে প্রকাশিত শৌরীন্দ্রমোহন রচিত "জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থটিতে ক্ষেত্রমোহনকৃত তিনলাইনের স্বরলিপি সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। তিনটি সপ্তক বোঝানোর জন্য তিনটি সমান্তরাল রেখা নির্দিষ্ট ছিল এবং এই তিনলাইনযুক্ত স্বরলিপি যে একলাইনের স্বরলিপিতে পরিবর্তিত হয় তা সঠিক বলা যায় না। তবে শৌরীন্দ্রমোহনের "ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্যম" (১৮৭৬ খ্রি:) এক লাইনের দণ্ডমাত্রিকে প্রকাশিত হয়। আর দেখা যায় ১৮৭৫ খ্রি: প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহনের কণ্ঠকৌমুদীর ১ম সংস্করণ দণ্ডমাত্রিক প্রকাশিত হবার এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রি রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ আর একটি সর্বজনবোধ্য নূতন স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, নামকরণ করেন 'কসিমাত্রিক'। কসি অর্থাৎ হাইফেন দিয়ে নির্দেশিত হত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৭৫ অক্টোবর) সংখ্যায় তিনি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি প্রকাশ করেন এবং এই মাসিক পত্রিকাটিতে পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই প্রণালী কিছুকাল অনুসৃত হয়। 'বালক' পত্রিকায় ১৮৮৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় 'নূতন স্বরলিপি' নামে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

কসিমাত্রিক স্বরলিপিতে সাতটি শুদ্ধ স্বর :

	স	রি	গা	ম	পা	ধা	নি
কোমল স্বর		রী	গ			ধ	নী
কোমল স্বর				মা			

উদারা স্বরের নীচে (—) এই চিহ্ন বসে, গা

তার স্বরের ওপরে (—) এই চিহ্ন বসে পা

কোমি চিহ্ন দ্বারা মাত্রা বোঝান হয় যেমন সা.... অর্থাৎ চার মাত্রা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার ফলে তিন লাইনের স্বরলিপি পদ্ধতি অতি সহজেই এক লাইনে রূপান্তরিত হয়।

'বালক' পত্রিকায় (১৮৮৫ খ্রি:) স্বরলিপি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর পরে পূর্ব প্রণালীর সংস্কার করে নূতন পদ্ধতির প্রচারকরূপে আমরা পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। 'ভারতী' ও 'বালকে' তিনি এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নাম "গানের স্বরলিপি" এই প্রবন্ধে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি "সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি"। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় "বীণাবাদিনী" পত্রিকায়। কবি ভগ্নী সরলাদেবী চৌধুরানী ১৯০৭ সালে এই পদ্ধতির সাহায্যে ১০০ টি গানের স্বরলিপি পুস্তক আকারে "শতগান" নামে প্রকাশ করেন।

সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপিতে ব্যবহৃত সাতটি শুদ্ধ স্বর : সা রে গা মা পা ধা নি

কোমল স্বর : রো গো ধো নো

কড়ি স্বর : মী

উদারা সপ্তকের স্বরের নীচে (.) চিহ্ন বসে। যেমন ধ্‌া নি, তার সপ্তকের স্বরের উপরে (˙) চিহ্ন বসে, যেমন র্রে র্গা, সংখ্যার স্বর মাত্রা বোঝান হয় যেমন রে' অর্থাৎ একমাত্রা রে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের সংখ্যামাত্রিক পদ্ধতিটিতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি তাকে আরও সহজ ও সর্বজনবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির সংস্কার সাধনে ব্যাপৃত হলেন। অতঃপর সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রভাব খারিজ করার লক্ষ্য স্থির করে ১৮৯১ খ্রি: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পথে আবিষ্কার করলেন নতুন স্বরলিপি পদ্ধতি 'আকারমাত্রিক'। সুধীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'সাধনা' ১৮৯১, পত্রিকায় প্রবন্ধটি নাম "সার্গম স্বরলিপির আকারমাত্রিক নতুন পদ্ধতি"।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি বিশদভাবে প্রচারে উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সালের যে মাস থেকে বের করতে শুরু করেন 'স্বরলিপি গীতিমালা' (৪ খণ্ড)। এর প্রকাশক বলেন জোয়ার্কিন সাহেব (ধাত্রিক প্রেস) স্বরলিপিতে আ-কার চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় ছাপার অসুবিধা দূরীভূত হল। এর ফলে অন্য পদ্ধতিগুলি বাতিল হয়ে যায়। স্বরলিপি গীতিমালায় বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয় চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচিত ১৬৮ গানের আকার মাত্রিক স্বরলিপি আছে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত ৩১টি গান। স্বরলিপি গীতিমালা প্রকাশের পর আকার মাত্রিক পদ্ধতি স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি :

এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সাতটি শুদ্ধ স্বরঃ	স	র	গ	ম	প	ধ	ন
কোমল স্বরঃ		ঋ	জ্ঞ			দ	ণ
কড়ি স্বর	হ্ম						
তার সপ্তক :	র্সা	র্রা					
উদারা সপ্তক :	ন্‌া	ধ্‌া					

প্রতি স্বরের পাশে আ-কার চিহ্ন ১ মাত্রা দ্যোতক - ।

এক মাত্রায় দুই বা ততোধিক স্বর ব্যবহৃত হলে সরা, সরগা অর্থাৎ শেষ স্বরটিকে কেবল আ-কার যুক্ত হবে।

তাল বিভাগের চিহ্ন একটি করে দণ্ড সা রা গা। মা পা ধা।

তালের এক আবর্তনের চিহ্ন I যেমন I সা রা গা । মা পা ধা

ঋ¹ = অতিকোমল ঋ, অতিকোমল ঋ¹ এর স্থান সা ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী

ঋ² = অনুকোমল ঋ, অনুকোমল ঋ² এর স্থান ঋ এবং র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী

একমাত্রা - । অর্ধমাত্রা : সিকিমাত্রা ০। দুটি অর্ধমাত্রা— সরা, চারটি সিকিমাত্রা— সরগমা, দুইটি সিকিমাত্রা— সর; একটি সিকিমাত্রা— স, র, একটি দেড়মাত্রা ও একটি. অর্ধমাত্রা সা: র:

কোন আসল স্বরের পূর্বে যদি কোন নিমেষকাল স্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষুদ্র স্বরটি আসল স্বরের বাম পাশে লিখিত হয়। ᵍমা। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুটি করিয়া দণ্ড বসে। গান যেখানে একবারেই শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে। অবসানের চিহ্ন শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি— সা, এর এখানে থামতে হবে, নয় এখানে থেমে গানের অন্য কলি ধরতে হবে। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } গুম্ফবন্ধনী, পুনরাবৃত্তিকাল কতকগুলি স্বর বাদ দিয়ে যাবার চিহ্ন ( )।

পুনরাবৃত্তিকালে কোন সুরের পরিবর্তন হলে শিরোদেশে [ ] সকল বন্ধনীর মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয় [গা রা] পা গা পা ধা I মীড় চিহ্ন রা গা

যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পাশে হাইফেন বসে।

সা-	।-	।-	।
মা	০	০	০

নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হলে ওপরে স্বরের বাম পাশে হাইফেন বসে।

সা-	রা-	গা-	মা-	।	সা-	।-	।-	।
গা	০	০	ন্	।	গা	০	০	ন্

(স্বরবিতান— শেষের দিক দেখ)

ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপি।

বর্তমানকালে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বহুল প্রচারিত স্বরলিপি পদ্ধতির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ও পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের প্রবর্তিত পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। উপরোক্ত পদ্ধতি দুইটির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডজীর পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ও বিজ্ঞানসম্মত। এই স্বরলিপি পদ্ধতির সাংগীতিক সংকেত নিম্নরূপ

সাতটি শুদ্ধ কর—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি
৫টি বিকৃত স্বর—		রে	গ	ম		ধ	নি
মন্দ্র স্বর—		নি়	ধ়	প়			
তার স্বর—					র্ম	র্রে	র্গ

একমাত্রার অন্তর্গত হলে ◡ এই চিহ্নযুক্ত হয়,

মীড়ের চিহ্ন ⌒ এরূপ দিতে হয়।

S ইহাকে অবগ্রহ বলে। ইহা শব্দান্তের ধ্বনিকে সূচিত করে।

স্পর্শ স্বর : মপ   সারে

দাড়ি চিহ্ন দ্বারা তাল বিভাগ বোঝানো হয়। যেমন।

০ চিহ্ন দ্বারা তালের ফাঁক বোঝানো হয়।

x চিহ্ন দ্বারা সম বোঝান হয়।

প্রথম বন্ধনীর মধ্যে যখন কোন স্বর থাকে তখন ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের আগের স্বর বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর, বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের পরের স্বর এবং পুনরায় বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরকে নিয়ে একমাত্রায় গাইতে হবে। যেমন

(প) মপধপ অথবা ধপমপ (ম) গমপম

আকারমাত্রিক দণ্ডমাত্রিক ও ভাতখণ্ডের তুলনা:

আকরমাত্রিক	দণ্ডমাত্রিক	হিন্দুস্থানী পদ্ধতি
১। সা রা পা মা পা ধা না র্সা (শুদ্ধ স্বর একমাত্রা)	সা ঋ গ ম প ধ নি	সা রে গ ম প ধ নি
২। গমা (একমাত্রায় দুটি স্বর)	গম	গম ◡

৩। সা-া (একই স্বরে দুইটিমাত্রা)	স	সা
৪। সঃ অর্ধমাত্রা	স´	—সা ‿
৫। স. সিকিমাত্রা	×· স	সা
৬। ঋা জ্ঞা দা ণা	ঋ̂ গ̂ ধ̂ নি̂	<u>ঋে</u> <u>গ</u> <u>ধ</u> <u>নি</u>
৭। হ্মা (কড়ি মধ্যম)	হ্ম	ম´
৮। ন্ ন র্ন মন্দ্র মধ্য তার	নি় নি নিং	নি় নি নিং
ঋাঃ গঃ ড়েমাত্রা হাফ্মাত্রা (দুই মাত্রা)	ঋ´ গ´	ঋে-গ‿